92

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

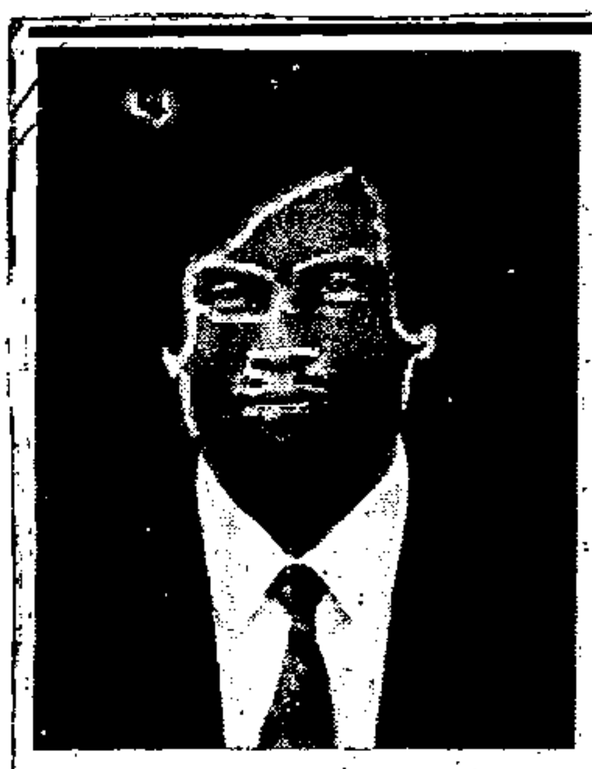

আমানউল্লাহ আমান

নাজিম উদ্দিন আলম

ছাত্র রাজনীতির বিকল্প নেই

বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র রাজনীতি একটি মাইলফলক। সেই শুরু থেকেই ছাত্র রাজনীতি প্রতিটি পদক্ষেপে সফল হয়েছে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে। ছাত্র রাজনীতিকে বিশুদ্ধ রাজনীতি বললে ভুল হবে কিনা জানি না। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের চরিত্রবান, নিঃস্বার্থ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ, জাতীয়তাবোধ এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি আদর্শ নীতি অনুসরণ করতে হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন ছাত্র রাজনীতির সংগঠন রয়েছে। সংগ্রামের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনা যে কোনো উন্নয়নশীল দেশের জন্য ছাত্ররাজনীতি অপরিহার্য। দেশ পরিচালনায় যে রাজনীতিবিদরা রয়েছেন তারাই দেশের নেতৃত্ব দেবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাদের সার্বিক কর্মকান্ড উন্নতি-অবনতি সম্পর্কে ছাত্ররা তাদের নিঃস্বার্থ বিবেক দিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী কিছু দেখলে তক্ষণই তারা অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে ওঠেন। কারণ, তাদের কোনো পিছুটান নেই। নেই অর্থ উপার্জনের লোভ-লালসা।

আমরা জানি, ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদ হয়ে গড়ে উঠতে হলে ছাত্র রাজনীতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হতে হয়। তবে রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকবেই। এদেশের একজন মহান রাজনীতিবিদ জাতীয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান-এর 'বাঙালি জাতীয়তাবোধের' আদর্শে গড়ে উঠেছে ছাত্রলীগ এবং একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার ঘোষক, দেশ রক্ষক জিয়াউর রহমান-এর বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধের আদর্শে গড়ে উঠেছে একটি পরিচিত নাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বাংলাদেশের শতকরা ৭০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য অগণতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তাদের নির্বাচনী ওয়াদা ভুলে গিয়ে ধীরে ধীরে স্বৈরাচারী হয়ে উঠছে। সম্প্রতি তাদের নির্লজ্জ কর্মকান্ড দেশের বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। এ সময় এই পটভূমিতে ছাত্র রাজনীতির কোনো বিকল্প নেই। বিভিন্ন জায়গার নাম পরিবর্তন, সংসদ ভবনের সামনে জিয়ার মাজারের ব্রিজ উপড়ে ফেলা এসব করে বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে মাত্র। সরকারের এসব কার্যকলাপে জ্বলে ওঠে দেশের অতন্দ্র প্রহরী ছাত্রদল। সরকারের অপকর্ম বন্ধের প্রতিবাদে তারা রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলো জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের সময় বহুবার আওয়ামী লীগ এরশাদ সরকারের সঙ্গে আপোষ করেছিল। তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আপোষহীন সংগ্রামের ফলেই এরশাদ সরকারের পতন হয়েছিল। এই ইতিহাস ক্ষমতাসীন সরকারের অজানা নয়। তাই ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা ছাত্রদলের প্রাণ আমান উল্লাহ আমান, নাজিম উদ্দিন আলম, খায়রুল কবির খোকন, নাসির উদ্দিন পিন্টু, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, কামরুজ্জামান রতন, হাবিবুন্নবী সোহেল, সাইফুল আলম নীরব এদেরকে ধ্বংস করার জন্য সরকার পুলিশের সহায়তায় চালান নির্যাতন। আমান উল্লাহ আমান ও নাজিমউদ্দিন আলমকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, আমান ও নাজিমকে নিশ্চিহ্ন না করলে আন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে না। কিন্তু তাদের হিসাবে ভুল হয়েছে। তাদের জানা নেই, হত্যার রাজনীতি দিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করা যায় না বরং হত্যার রাজনীতি আন্দোলনের প্রাণ এনে দেয়। হরতাল, সমাবেশ, অবরোধ করার অধিকার রাজনৈতিক দলগুলোর অবশ্যই আছে। আমরা ভীত হচ্ছি ক্ষমতাসীন দলের অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকান্ড দেখে। তারা দেশকে নিশ্চিত গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আওয়ামী লীগের আমলে এই আচরণে আমাদের অবাক হবার কিছু নেই। তবে মনে রাখা দরকার, হরতাল প্রতিবাদের ভাষা হলেও ক্ষমতা যাওয়ার চূড়ান্ত পথ নয়। ক্ষমতায় যেতে হলে দরকার নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমে জনসমর্থন লাভ করতে হয়। তারপরও হরতাল, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ক্ষমতাসীন দলের রূঢ় আচরণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রভাবিত করে। কাজেই সরকারের ভয় ছাত্র রাজনীতিতে। এই ভয়ের কারণ, দেশ ও জাতির স্বার্থে রয়েছে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ছাত্ররা আপসহীন, সমাজের অগ্রবর্তী অংশ। সম্ভবত এজন্যই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতারা গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।

—সালমা ইসলাম সুইটি